দর্শনা পরানপুর গ্রামে দুই দিনের ব্যবধানে ৫ বাড়িতে চুরি

দর্শনা পৌরসভার পরানপুর গ্রামে দুই দিনের ব্যবধানে পাঁচটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এতে এলাকায় চরম আতঙ্ক ও চুরির ভয়ে রাত কাটাচ্ছেন স্থানীয়রা।

গতকাল শুক্রবার দিনগত রাতে পরানপুর গ্রামের তোয়াহিদ হোসেনের ছেলে সাজেদুল ইসলামের আমন্ত্রণ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের পিছনের ঝাঁপ ভেঙে দুর্বৃত্তরা প্রবেশ করে। এ সময় একটি ৩২ ইঞ্চি টেলিভিশন, একটি রাউটার, রাউটারের তার, হোটেলের আটা, চাল, ডাল, ডিম, সবজিসহ প্রায় ৫৫-৬০ হাজার টাকার মালামাল চুরি হয় বলে জানান তিনি।

এর আগের রাতে পরানপুর স্কুলপাড়ার আজিম মণ্ডলের ছেলে ফারুক হোসেনের বাড়ি থেকে হাড়ি, বালতি, কড়াই, ঘড়া, মদনা, খুন্তি ও গামলাসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরি হয় বলে জানা গেছে। একই পাড়ার আরও তিনটি বাড়ি থেকে মোবাইল ফোন ও হাড়ি-পাতিল চুরির ঘটনাও ঘটেছে।

এতে পুরো এলাকায় চুরির আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এবং স্থানীয়রা নিরাপত্তাহীনতায় রাত কাটাচ্ছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দর্শনা শান্তিপাড়া ও পরানপুর এলাকায় নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের কারণে চুরির ঘটনা বাড়ছে। এলাকাবাসীর দাবি, গাঁজা, ইয়াবা ও মদ সেবনকারীরা বিভিন্ন স্থানে আসর বসিয়ে এসব অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।

অভিযোগ রয়েছে, প্রতিদিন বেলেমাঠপাড়া, স্কুলের দক্ষিণ পাশের এলাকা, আখক্ষেত, পুকুরপাড়, ব্রিজের নিচসহ বিভিন্ন স্থানে নেশার আড্ডা বসে। এ কারণে এলাকায় চুরি ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

দর্শনায় ভারতীয় ১২ বোতল এসকাফ সিরাপসহ যুবক গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ভারতীয় ১২ বোতল এসকাফ সিরাপসহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত সানজিল (২৬) দর্শনা থানার আকন্দবাড়িয়া গাংধারপাড়া এলাকার ইকরামুলের ছেলে।

গত বুধবার গভীর রাতে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) হিমেল রানার নেতৃত্বে আকন্দবাড়িয়া গাংধারপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় দর্শনা থানার এসআই (নিঃ) মোল্যা আরিফুল ইসলাম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ সানজিলের বাড়ির সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করেন।

অভিযানকালে তার কাছ থেকে ভারতীয় ১২ বোতল এসকাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় রেইজ প্রকল্পের আওতায় চাকরি মেলা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় রেইজ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষানবিশদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে চাকরি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে দর্শনা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ট্রেড ট্রেনিং সেন্টারে এ চাকরি মেলার উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক লুৎফুন

নাহার বলেন, “বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে একটি ছোট দেশ। আর চুয়াডাঙ্গা একটি ছোট জেলা হলেও এখানে অনেক গুণী ব্যক্তি ও সফল উদ্যোক্তা রয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকে দেশব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছেন। তাই তরুণদের শুধু চাকরির পেছনে না ছুটে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হওয়ার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “নিজেকে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে একজন ব্যক্তি শুধু নিজের পরিবারের নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদে পরিণত হন। তাই বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে চাকরি খোঁজার পাশাপাশি উদ্যোক্তা হওয়ার দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে।”

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-নির্বাহী পরিচালক নাফিসা আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান, পিকেএসএফের রেইজ প্রকল্পের মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম ও প্রকল্প সমন্বয়কারী) দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওবায়দুর রহমান সাহেল, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ আল শামীম, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম সনি এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা জহির রায়হান।

চাকরি মেলায় প্রায় ১০টি কোম্পানির স্টল অংশ নেয়। আয়োজকরা জানান, পিকেএসএফের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়নে এ মেলার আয়োজন করা হয়।

দর্শনায় আদিবাসী পাড়ায় স্যানিটেশন বিষয়ক প্রকল্প পরিদর্শন

দর্শনা পৌরসভার কালিদাসপুর গ্রামের আদিবাসী পাড়ায় স্যানিটেশন বিষয়ক একটি প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার বাস্তবায়নে এবং বাংলাদেশ

এনজি ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পরিচালিত স্যানিটেশন উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এ পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকল্পটি পরিদর্শন করেন সংস্থার ম্যানেজার মকবুল হোসেন। এসময় কালিদাসপুর গ্রামের আদিবাসী পাড়ার স্যানিটেশন উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগী নারীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি কমানোর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানা পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আব্দুল্লাহ আল মামুন ও বিল্লাল হোসেন। অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে পরিচালনা করেন সুপারভাইজার মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান।

দর্শনার রাঙিয়ারপোতা থেকে স্কুলছাত্রী অপহরণের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন রাঙিয়ারপোতা গ্রাম থেকে দিনের বেলায় এক স্কুলছাত্রী অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। আজ রোববার সকালে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে ওই স্কুলছাত্রী অপহরণের শিকার হয়েছে বলে জানা গেছে।

এ ঘটনায় ছাত্রীর পিতা বাদী হয়ে দর্শনা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। থানা পুলিশ স্কুলছাত্রীকে উদ্ধারে অভিযান শুরু করেছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দর্শনা থানার রাঙিয়ারপোতা গ্রামের মো. শাহিন মিয়ার মেয়ে পার্শ্ববর্তী সিংনগর গ্রামের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী। রোববার সকাল ৯টার দিকে স্কুলে যাওয়ার পথে রাঙিয়ারপোতা গ্রামের ঘোনাপাড়া এলাকায় প্রকাশ্যে দিনের বেলায় তাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়

বলে লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

বহু খোঁজাখুঁজির পরও তার কোনো সন্ধান না পাওয়ায় অপহৃত ছাত্রীর পিতা মো. শাহিন মিয়া দুপুরে বাদী হয়ে একই গ্রামের বিল্লাল মিয়ার ছেলে সাজ্জাদ হোসেন (২০)-কে প্রধান আসামি করে দর্শনা থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) মো. হিমেল রানা বলেন, “এ ঘটনায় আমরা একটি অভিযোগ পেয়েছি এবং ভুক্তভোগীকে উদ্ধারে পুলিশ কাজ করছে।”

দর্শনার ছয়ঘরিয়ায় জমি দখলের চেষ্টা ও পেঁপে গাছ কর্তনের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামে প্রায় ছয় যুগেরও বেশি সময় ধরে ভোগদখলে থাকা জমি জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা, জমিতে থাকা পেঁপে গাছ কর্তন এবং লাগানো ঘাস কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে নজু গংয়ের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় এলাকায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা বিরাজ করছে। ঘটনার পর সুষ্ঠু বিচার ও পারিবারিক নিরাপত্তা চেয়ে দর্শনা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে দলিল সূত্রে জমিটির মালিক বাবর আলীর সন্তানরা। তবে কয়েক মাস ধরে আক্কাস আলীর ওয়ারিশগণের সঙ্গে অপর পক্ষের বিরোধ সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে স্থানীয়ভাবে একাধিকবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং থানায় বসে আপস-মীমাংসাও করা হয়। একই সঙ্গে বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। জমির মালিকানা ও দখল নিয়ে দুই পক্ষের বিরোধের জেরে যেকোনো সময় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।

ভুক্তভোগী বাবর আলীর ওয়ারিশ মো. রাজু আহমেদ জানান, তার বাবা ও চাচারা তাদের বড় চাচা মো. জাবের আলীর কাছ থেকে সাব-কবলা রেজিস্ট্রি দলিলের মাধ্যমে মোট ৪.৪৩ একর জমি বৈধভাবে ক্রয় করেন। প্রায় ৭৪ বছর ধরে ওই জমি তাদের পরিবার শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখল করে আসছে এবং সেখানে চাষাবাদ করছেন।

কিন্তু একই গ্রামের আক্কাস আলীর ওয়ারিশগণ মো. নজরুল ইসলাম (নজু), মো. আহসান হোসেন (আসান), মো. বাদল, মো. আব্দুর রাজ্জাক, মো. সাইদুল, মো. সাইফুল, মো. শরিফুল ইসলাম (শরীফ), মো. আসাদুল ইসলাম, মো. মোয়াজ্জেম হোসেন (তেলু), মো. সিরাজুল ইসলাম, মো. আরিফুল ইসলাম ও মো. ছানোয়ার হোসেন (ছানু) ২০২৫ সালের আগস্ট মাস থেকে জোরপূর্বক জমি দখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, বিবাদীরা একাধিকবার জমিতে জোরপূর্বক প্রবেশ করেছে, চাষাবাদে বাধা দিয়েছে এবং বিভিন্ন সময় ভয়ভীতি ও হুমকি দিয়ে আসছে। তবে তারা যদি প্রকৃত মালিক হয়, তাহলে কাগজপত্র দেখিয়ে আইনি বা সামাজিকভাবে বিষয়টি সমাধান করতে পারে। কিন্তু ফসল নষ্ট করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অভিযোগে বলা হয়, গত শুক্রবার ছয়ঘরিয়া মাঠে বিবাদীরা জোরপূর্বক জমি দখলের চেষ্টা চালায় এবং জমিতে থাকা পেঁপে গাছ কেটে ও লাগানো ঘাস তুলে নিয়ে যায়।

এর আগে ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে রাজু, তার বাবা আব্দুর রশিদ ও চাচাতো ভাই মিলন জমি চাষ করতে গেলে নজু গংয়ের লোকজন সেখানে গিয়ে তাদের মারধর করে জোরপূর্বক জমি থেকে বের করে দেয় এবং চাষাবাদ বন্ধ করে দেয় বলে অভিযোগ করা হয়।

এছাড়া ১০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে পারকৃষ্ণপুর মৌজার ময়না গাড়ি মাঠে অবস্থিত আরেকটি জমিতে একইভাবে আব্দুর রশিদ, রাজু ও মিলনকে মারধর করে জমি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অবৈধ ভূমি দখলের বিষয়টি স্থানীয় থানা বিএনপির সভাপতির কাছে জানানো হলে তিনি গত ৩ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে উভয় পক্ষকে নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে উভয় পক্ষের কাগজপত্র যাচাই করা হয়। ভুক্তভোগীরা তাদের বৈধ দলিল উপস্থাপন করলেও অভিযুক্ত পক্ষ জমির মালিকানার কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেনি বলে দাবি করা হয়। এ সময় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অভিযুক্তদের অবৈধভাবে

জমি দখল থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন।

পরে নিরুপায় হয়ে ভুক্তভোগীরা ৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপারের কাছে লিখিতভাবে আইনগত সহায়তা চান। পুলিশ সুপার বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। পরে থানায় উভয় পক্ষের কাগজপত্র যাচাই করে বাবর আলীর ওয়ারিশদের দখলে জমি থাকবে মর্মে আপস-মীমাংসা করা হয়।

তবে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, আপসনামায় স্বাক্ষরের পরও বিবাদীরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে পুনরায় জমিতে চাষাবাদে বাধা দিচ্ছে এবং প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে।

শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সম্ভাব্য সংঘাত এড়াতে ভুক্তভোগী পক্ষ ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৫ ও ১০৭ ধারায় চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করেছেন বলে জানা গেছে।

অভিযুক্ত নজু বলেন, “আমাদের জমি ফাঁকি দিয়ে তারা কাগজপত্র করে দীর্ঘদিন ভোগদখল করে আসছিল। এখন আমরা কাগজপত্র পেয়ে আমাদের পাওনা জমি দখলে নিয়েছি।”

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) মো. হিমেল রানা বলেন, “জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

বিষয়টির সুষ্ঠু সমাধানে ভুক্তভোগী ও এলাকাবাসী প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

দর্শনা-মুজিবনগর সড়কে

মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শিশুর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা-মুজিবনগর সড়কে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ইউলাদ হোসেন (৪) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ৯টায় জানাজা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

নিহত ইউলাদ হোসেন প্রতাপুর গ্রামের বাদল মিয়ার ছেলে। পরিবারের সদস্যরা জানান, শুক্রবার বাদল মিয়া মসজিদে নামাজ পড়তে যান। এ সময় ইউলাদ তাকে খুঁজতে মসজিদে গিয়ে বাবাকে না পেয়ে বাড়ি ফিরছিল। পথে দর্শনা-মুজিবনগর মহাসড়ক পার হওয়ার সময় দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় শিশুটিকে উদ্ধার করে প্রথমে দর্শনা তরফদার ক্লিনিকে নেয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রাজশাহীর একটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

শনিবার সকাল ৯টায় জানাজা শেষে প্রতাপুর কবরস্থানে তার দাফন সম্পন্ন করা হয়।

কেরুর পণ্যবোঝাই ট্রাকে ডাকাতি, দেড় লাখ টাকার মালামাল লুট

ঢাকা থেকে ফেরার পথে দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ভিনেগার বোঝাই একটি পণ্যবাহী ট্রাকে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

এসময় ট্রাকচালকসহ পাঁচজনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ টাকা ও মূল্যবান মালামালসহ প্রায় দেড় লাখ টাকার সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়

সংঘবদ্ধ ডাকাতদল। এ ঘটনায় ট্রাকচালক বাবুল আক্তার সামান্য আহত হয়েছেন।

বুধবার (১৪ মে) রাত আনুমানিক ৩টার দিকে ঢাকা ওয়্যারহাউস থেকে ফেরার পথে মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার হাসাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানির চুয়াডাঙ্গা-উ-১১-০০১৮ নম্বরের পণ্যবোঝাই ট্রাকটি ঘটনাস্থলে পৌঁছালে একটি প্রাইভেটকার দিয়ে ট্রাকটির গতিরোধ করা হয়। পরে সংঘবদ্ধ ডাকাতদল ট্রাকচালক বাবুল আক্তার, ইসমাইল, জেলহক, জুলহাস ও আবুল কালামসহ পাঁচজনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে।

এসময় ডাকাতরা তাদের কাছে থাকা নগদ ৩০ হাজার টাকা, চারটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন, ড্রাইভিং লাইসেন্স, একটি স্বর্ণের আংটি ও গাড়ির চাবিসহ বিভিন্ন মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। পরে ডাকাতদল নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়।

ঘটনার পর ৯৯৯ নম্বরে ফোন করা হলে শ্রীনগর হাইওয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পরিদর্শন করে এবং লুট হওয়া মালামাল উদ্ধারের আশ্বাস দেয়।

এ বিষয়ে দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান প্রথমে জানান, বিষয়টি তাকে কেউ অবহিত করেনি। পরে খোঁজ নিয়ে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে তিনি বলেন, “আমাদের কেরু অ্যান্ড কোম্পানির একটি ট্রাক ঢাকা থেকে ফেরার পথে ডাকাতির কবলে পড়েছে। তবে কোনো শ্রমিক গুরুতর আহত হয়নি।”

দর্শনার ৩৬ বোতল কেরু বাংলা মদসহ একজন আটক

দর্শনার কেরুর ৩৬ বোতল বাংলা মদসহ একজনকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ। বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে চুয়াডাঙ্গা এলাকায়

অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত চান্দু মণ্ডল (৪০) চুয়াডাঙ্গা শহরতলীর দৌলতদিয়াড় দক্ষিণপাড়ার মৃত শুকুর আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, বুধবার সকালে দর্শনা থেকে কেরুর বাংলা মদ নিয়ে চুয়াডাঙ্গার দিকে আসছিল চান্দু মণ্ডল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ৩৬ বোতল বাংলা মদসহ তাকে আটক করা হয়।

গতকালই তার বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দিয়ে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিতের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা-জীবননগর মহাসড়কের দর্শনা বাসস্ট্যান্ড চত্বরে এ মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে দর্শনা থানা ফারিয়ার সভাপতি মোঃ নেছার আহম্মেদ শাহীনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন দর্শনা থানা ফারিয়ার সহ-সভাপতি মাহাবুব আলম, সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় ফারিয়ার সহ-সাধারণ সম্পাদক ফাউজুল আজীম সানজা, সহ-সাধারণ সম্পাদক রয়েল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক নাহিদ ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ মনজুরুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক আলমগীর হোসেন, প্রচার সম্পাদক আসাদুজ্জামান রতন, ক্রীড়া সম্পাদক মাহাবুর রহমান এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম।

এসময় দর্শনা থানা ফারিয়ার আরও অনেক ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা বিভিন্ন এলাকায়